গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৭.১৪৭ তারিখ:২৫/০৩/২০১৮ খ্রি:

বিষয় : **অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তথ্যাদি/রেকর্ডপত্র সরবরাহ প্রসংগে।**

সূত্র : দুদক/সজেকা/খুলনা/৩৫০১ তারিখ: ২৭.১২.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: আব্দুল আলীম (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) ও সভাপতি আ:রউফ, হাজী নাছির উদ্দিন কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জাল সনদ সৃজন করে নিয়োগ লাভের অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক

২৫.৩.১৮
(নুসরাত জাবীন বানু)
যুগ্মসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

জনাব মোহা: মোশাররফ হোসেন
উপসহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়,খুলনা।

অনুলিপি :

১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১/২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি মাধ্যমিক শাখা-০৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন হাজী নাছির উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল আলিমসহ মোট ১০ (দশ)জন শিক্ষকের স্থগিত বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণের বিষয়ে গত ০৩.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানী কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ।

স্থান ঃ অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১) মহোদয়ের কক্ষ।

বিগত ১৮.০৭.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পুর্নবিবেচনা কমিটির সভায় সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন হাজী নাছির উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল আলিমসহ মোট ১০ (দশ) জন শিক্ষকের ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের জন্য চৌধুরী মুফাদ আহমদ, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পরিচালক (মাধ্যমিক, মা.উ.শি) এবং পরিচালক (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর) এর সমন্বয়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

২.০ শুনানী কমিটির আহবায়ক অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১) এর কক্ষে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৩.০ শুনানীতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিতি ছিলেন :

৩.১ প্রফেসর আব্দুল মান্নান, পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩.২ আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ, (পরিচালক) ডি.আই.এ

৩.৩ আবু আলী মো: সাজ্জাদ হোসেন, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩.৪ মো: মেজবাহ উদ্দিন সরকার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩.৫ মো: রাশেদুজ্জামান, (উপ-পরিচালক) ডি.আই.এ

০৪. শুনানীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের ছকে পেশ করা হলো :

ক্র: নং	আবেদনকারীর নাম ও পদবী	পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদনের ডি.আই.এ এর মন্তব্য	শুনানীতে উপস্থিত আবেদনকারী শিক্ষকদের বক্তব্য	শুনানী গ্রহণকারীর কমিটির মতামত/সুপারিশ
১.	আব্দুল আলিম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (মূল পদ-সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি)	জনাব আব্দুল আলিম ৩১ জন শিক্ষক-কর্মচারীর রেজুলেশন বলে কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী সময়ে বৈধ কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় প্রশাসানের সম্মতি গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ বিধি সম্মত হয়নি।	ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকে কোন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে যশোর বোর্ড কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য পত্র দেন।	আব্দুল আলিম-কে গভর্নিং বডি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ডি.আই.এ এর পরিদর্শনের সময় আব্দুল আলিমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ বিষয় গভর্নিং বডির অনুমোদন ছিল না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণে পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। তবে তাঁর মূল পদ অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) এর মূল পদের বেতন ভাতা বন্ধ করা ঠিক হয়নি।তাঁর সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি পদের বেতন-ভাতা ছাড় করা যায়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বোর্ডের মতামতসহ কাগজ পত্র যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
২.	মো: রেজওয়ান কবির, প্রভাষক (ইংরেজি)	মো: রেজওয়ান কবির, প্রভাষক (ইংরেজি) (১) উল্লিখিত নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন করেননি। সনদ প্রদর্শন ব্যতিরেখে নিয়োগ অবৈধ	মো: রেজওয়ান কবির তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর যোগদান ৫/০২/২০০৭ তারিখ।	মো: রেজওয়ান কবির, প্রভাষক (ইংরেজি) পদে(যোগদান-০৫/০২/২০০৭) নিয়োগের সময় শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি নিবন্ধন সনদ অর্জন করেননি।

		হিসেবে গণ্য হবে এবং বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না (২) ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক হয়ে ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে বেতন ভাতা গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত।	নিয়োগের সময় শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ছিলনা। পরবর্তীতে তিনি ২০১৫ সালে নিবন্ধন সনদ অর্জন করেন।	অর্থাৎ তিনি নিবন্ধন সনদ ব্যতিত নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৫ সালে নিবন্ধন সনদ অর্জন করেন। তাকে কী কারণে নিয়োগ দেয়া হলো এবং কিভাবে স্তর পরিবর্তন করে ডিগ্রি স্তরে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেএম.পি.ও.ভুক্ত করা হলো তা গভর্ণিং বডির কাছে জানতে চাওয়া যায়। তিনি কিভাবে এম.পি.ও পেলেন তাও যাচাই করতে হবে। এ যাবৎ এম.পি.ও থেকে গৃহীত টাকা ফেরৎ প্রদানের নির্দেশসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৩.	মো: আব্দুল মালেক,প্রভাষক (যুক্তিবিদ্যা)	মো: আব্দুল মালেক, প্রভাষক (যুক্তিবিদ্যা) ২৫/১০/৯৭ তারিখে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরে আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে ০১/০২/৯৯ তারিখে যোগদান করেন। অর্থাৎ এম, এ পাশের সনদ অর্জনের পূর্বে খন্ডকালীন এবং এম এ পাশের পর পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি। নিয়োগ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বৈধকরণ ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত।	মো: আব্দুল মালেক প্রভাষক (যুক্তিবিদ্যা) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বেই তিনি খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে মাস্টার্স সনদ অর্জন করে গভর্ণিং বডির নিকট পুর্ণকালীন নিয়োগের জন্য আবেদন করেন।	মো: আব্দুল মালেকের বিষয়ে ডি.আই.এ এর পর্যবেক্ষণ যথাযথ ছিল। অর্থাৎ মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে পূর্ণকালীন নিয়োগের সময় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি ছিল না। কিভাবে পূর্ণকালীন নিয়োগ দেয়া হলো গভর্ণিং বডির কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে।
৪.	সঞ্জয় কুমার রায়, প্রভাষক (ভূগোল)	সঞ্জয় কুমার রায়, ০৩/০৫/২০০১ তারিখে এমএসসি পাশ ছাড়াই খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে এমএসসি পাশ করে আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে ১২/১০/২০০১ তারিখে যোগদান করেন। পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি এবং ডিজির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ নিয়োগ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বৈধকরন অর্থাৎ নিয়োগ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বৈধকরন তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অভিযোগ প্রমানিত।	সঞ্জয় কুমার রায়, প্রভাষক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বেই তিনি খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে মাস্টার্স সনদ অর্জন করে গভর্ণিং বডির নিকট পুর্ণকালীন নিয়োগের জন্য আবেদন করেন।	সঞ্জয় কুমার রায় এর বিষয়ে ডি.আই.এ এর পর্যবেক্ষণ যথাযথ ছিল। অর্থাৎ মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে পূর্ণকালীন নিয়োগের সময় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি ছিল না। কিভাবে পূর্ণকালীন নিয়োগ দেয়া হলো গভর্নিং বডির কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে।

৫.	মো: নজরুল ইসলাম,প্রভাষক (ব্যাংকিং)	মো: নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (ব্যাংকিং) (১) খন্ডকালীন প্রভাষক পদে নিয়োগের সময় এম কম পাশ ছিলেন না এবং এম কম পাশের পর নিয়োগ বৈধকরণ ছাড়াই পূর্নকালীন শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্তির অভিযোগ প্রমানিত (২) তিনি কারিগরি শাখায় নিয়োগ প্রাপ্ত হলে ও সাধারণ শাখা থেকে বেতন ভাতা উত্তোলন করেন অভিযোগ প্রমাণিত।	মো: নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (ব্যাংকিং) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বেই তিনি খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে মাস্টার্স সনদ অর্জন করে গভর্ণিং বডির নিকট পুর্ণকালীন নিয়োগের জন্য আবেদন করেন।	মো: নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (ব্যাংকিং) এর বিষয়ে ডি.আই.এ এর পর্যবেক্ষণ যথাযথ ছিল। অর্থাৎ মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে পূর্ণকালীন নিয়োগের সময় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি ছিল না। কিভাবে পূর্নকালীন নিয়োগ দেয়া হলো গভর্নিং বডির কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে।
৬.	মো: মহসিন রেজা, প্রভাষক (বাংলা)	মো: মহসিন রেজা, প্রভাষক (বাংলা) ১. খন্ডকালীন প্রভাষক পদে নিয়োগের সময় এম এ পাশ ছিলেন না। এম.এ পাশের পর পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় নাই এবং ডিজির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। নিয়োগ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বৈধকরন ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়। অভিযোগ প্রমানিত (২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২ জন বাংলার প্রভাষকের নিয়োগের অভিযোগটি ও প্রমানিত।	মো: মহসিন রেজা, প্রভাষক (বাংলা) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বেই তিনি খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে মাস্টার্স সনদ অর্জন করে গভর্ণিং বডির নিকট পুর্ণকালীন নিয়োগের জন্য আবেদন করেন।	মো: মহসিন রেজা, প্রভাষক (বাংলা) এর বিষয়ে ডি আই এ এর পর্যবেক্ষণ যথাযথ ছিল। অর্থাৎ মাস্টার্স সনদ অর্জন করার পূর্বে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে পূর্ণকালীন নিয়োগের সময় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ও ডিজির প্রতিনিধি ছিল না। তাকে কি কারণে নিয়োগ দেয়া হলো এবং কিভাবে স্তর পরিবর্তন করে ডিগ্রী স্তরে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এম.পি.ও.ভুক্ত করা হলো তা গভর্ণিং বডির কাছে জানতে চাওয়া হবে। তিনি কিভাবে এম.পি.ও. পেলেন তাও যাচাই করা হবে।
৭.	জনাব আব্দুল জব্বার,প্রভাষক (বাংলা)	জনাব আব্দুল জব্বার, প্রভাষক (বাংলা) (ক) তিনি একই সাথে হাজী নাসির উদ্দিন কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে এবং হাবিবুল ইসলাম কলেজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিযোগ প্রমাণিত (খ) তিনি বাংলায় প্যাটার্ণ অতিরিক্ত হিসেবে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।	জনাব আব্দুল জব্বার,প্রভাষক (বাংলা) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি হাজী নাসিরউদ্দিন কলেজে প্রভাষক (বাংলা) বিষয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় হাবিবুল ইসলাম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি।	জনাব আব্দুল জব্বার, ডি.আই এ মন্তব্যকে অস্বীকার করেন। ফলে তার অভিযোগের বিষয়ে পুনরায় যাচাই করা যেতে পারে।
৮.	মো: জাহাঙ্গীর হেসেন শরীরচর্চা শিক্ষক	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগের সময় বি.পি.এড সনদ ছিল না। অভিযোগ প্রমাণিত। প্রথমে নিম্ন স্কেলে বেতনভুক্ত হয়ে পরবর্তীতে সনদ অর্জন করে বি.পিএডের স্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন।	মো: জাহাঙ্গীর হেসেন (শরীরচর্চা শিক্ষক) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নিয়োগের সময় বি.পি.এড সনদ ছিলনা পরবর্তীতে সনদ অর্জন করে বি.পি.এড স্কেল প্রাপ্ত হন এবং এই অভিযোগ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে মর্মে পত্র প্রদর্শন করেন।	তিনি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন এবং বি.পি.এড সনদ অর্জন করেছেন মর্মে দাবী করায় তার প্রদর্শিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অব্যাহতি পত্র ও বি.পি.এড সনদ অর্জন প্রক্রিয়া যাচাই করা যেতে পারে।

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান
পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৯.	জনাব হারুন অর রশীদ প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস)	জনাব হারুন অর রশীদ, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) একই সাথে হাজী নাসির উদ্দিন কলেজ ও জেস ফাউন্ডেশন এ চাকুরী করার অভিযোগ প্রমানিত। তবে জেস ফাউন্ডেশন হতে মোট ২৫,৫০০/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত) টাকা গ্রহণ সংক্রান্ত ৩টি ভাউচারের ফটোকপি পাওয়া গেছে। ফটো কপি দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় তিনি কলেজে চাকুরীরত অবস্থায় অননুমোদিতভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান হতে বেতন ভাতা গ্রহণ করেছেন।	হারুন অর রশীদ, প্রভাষক (ইস: ইতিহাস) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি হাজী নাসিরউদ্দিন কলেজে প্রভাষক (ইস: ইতিহাস) বিষয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় জেস ফাউন্ডেশন এ চাকুরী করেননি। তিনি আরও বলেন যে, হাজী নাসির উদ্দিন কলেজের গভর্ণিং বডির সভাপতি জনাব এনাম আহমেদ এর প্রতিষ্ঠান জেস ফাউন্ডেশন।	জনাব হারুন অর রশীদ তাঁর বিরুদ্ধে আনিত ডিআইএ মন্তব্য অস্বীকার করায় বিষয়টি প্রমান করার দায়িত্ব ডি.আই.এ কে প্রদান করা যেতে পারে।
১০.	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (কম্পিউটার প্রদর্শক)	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, কম্পিউটার প্রদর্শক এর কম্পিউটার সনদটি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী বগুড়া হতে প্রাপ্ত যাচাই পত্র যা স্মারকনং-নেকটার/বগ/বে:প্র:/২১৭/৮৭-০২/অংশ (১১-২৭৫, তারিখ: ১৫/০৪/২০১৩ মোতাবেক কম্পিউটার সনদটি ভূয়া/জাল হিসেবে মন্তব্য থাকায় তার চাকুরী অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে এবং তৎকর্তৃক গৃহীত সরকারি বেতন বাবদ ৭,৫৮,৮৮৮/-টাকা সরকারি বেতন ভাতাদি সরকারি কোষাগারে ফেরৎ যোগ্য। পরবর্তীতে ও গৃহীত টাকা ফেরৎ যোগ্য হবে।	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (কম্পিউটার প্রদর্শক) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কম্পিউটার সনদটি যথাযথ আছে।	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদটি নট্রামস থেকে যাচাই করা যেতে পারে।

৪.১২.১৭

(আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ)
পরিচালক
পরিদর্শন ও নিরক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা।

(প্রফেসর আব্দুল মান্নান)
পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

(চৌধুরী মুফাদ আহমদ)
অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১)
ও
শুনানী কমিটির আহবায়ক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।